যুগান্তর

তারিখ 27 NOV 2017
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৪

শিক্ষকদের ধর্মঘটে স্থবির সরকারি কলেজ

যুগান্তর রিপোর্ট

শিক্ষা ক্যাডারের কর্মকর্তারা দু'দিনের কর্মবিরতি শুরু করেছেন। বেসরকারি কলেজ থেকে জাতীয়করণের মাধ্যমে চাকরি সরকারি হওয়া শিক্ষকদের ক্যাডার মর্যাদা না দেয়ার দাবিতে তাদের এই কর্মসূচি। শিক্ষা ক্যাডারের কর্মকর্তাদের এই কর্মসূচির কারণে রোববার বিভিন্ন সরকারি কলেজসহ শিক্ষা বিভাগের দফতরগুলো স্থবির হয়ে পড়ে। কলেজের ক্লাসগুলো ছিল ফাঁকা। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়সহ কলেজের অভ্যন্তরীণ পরীক্ষা স্থগিত করা হয়। শুধু তাই নয়, শিক্ষা ক্যাডারের প্রশাসনিক কাজের সর্বোচ্চ দফতর মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদফতরে (মাউশি) অতি জরুরি কাজ বাদে অন্য কাজকর্ম তেমন একটা

■ পৃষ্ঠা ১৫ : কলাম ১

শিক্ষকদের ধর্মঘটে স্থবির

(৩য় পৃষ্ঠার পর)

হয়নি। বিভিন্ন শিক্ষা বোর্ড, পরিদর্শন ও নিরীক্ষা অধিদফতর, বিভিন্ন প্রশিক্ষণ দফতরসহ যেখানেই শিক্ষা ক্যাডারের কর্মকর্তারা পদায়িত আছেন, তারা কর্মবিরতি পালন করেন। বিসিএস সাধারণ শিক্ষা সমিতির ডাকে একই কর্মসূচি আজও পালনের কথা রয়েছে।

এ প্রসঙ্গে সমিতির সভাপতি অধ্যাপক আইকে সেলিমউল্লাহ খোন্দকার যুগান্তরকে বলেন, আমরা আমাদের নিজেদের কোনো সুযোগ-সুবিধার জন্য এই কর্মসূচি পালন করছি না। আমরা চাই প্রধানমন্ত্রীর অনুশাসন এবং জাতীয় শিক্ষানীতির বাস্তবায়ন। তিনি আরও বলেন, 'দু'দিনের কর্মবিরতিতে ছাত্রছাত্রীদের যে ক্ষতি হবে তা পুষিয়ে দেব আমরা। আমরা মানসম্মত শিক্ষক ও শিক্ষার জন্য আন্দোলন করছি। এতে সংশ্লিষ্ট সবার সহযোগিতা পাব বলে আশা রাখছি। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ঘোষণা অনুযায়ী দেশের যেসব উপজেলায় সরকারি কলেজ ও মাধ্যমিক বিদ্যালয় নেই, সেখানে একটি করে কলেজ ও মাধ্যমিক বিদ্যালয় জাতীয়করণ হচ্ছে। সে অনুযায়ী সারা দেশে ৩২৫টি বেসরকারি স্কুল ও ৩১৫টি বেসরকারি কলেজ জাতীয়করণ হবে। ইতিমধ্যে ৩০০ করে প্রায় ৬০০ স্কুল ও কলেজ সরকারি হওয়ার ব্যাপারে প্রধানমন্ত্রীর নীতিগত অনুমোদন পেয়েছে। সরকারিকরণের অংশ হিসেবে ইতিমধ্যে ২৮৩ কলেজের সম্পদ সরকারি খাতে হস্তান্তর (ডিড অব গিফট) হয়েছে। স্কুলের ব্যাপারেও একই প্রক্রিয়া অব্যাহত আছে।

বিসিএস শিক্ষা সমিতির মহাসচিব শামছুল খবীর চৌধুরী যুগান্তরকে বলেন, ২০০ বিধি অনুসারে ৩০০ কলেজ সরকারি হলে এখনই প্রায় ১৮ হাজার শিক্ষকের চাকরি ক্যাডারভুক্ত হবে। যদি তাদের ক্যাডারভুক্ত করা হয়, তাহলে বড় ধরনের বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হবে। আমরা জাতীয়করণের বিপক্ষে নই। কিন্তু ক্যাডার সার্ভিসে চাকরিতে প্রবেশের একটি ব্যবস্থা আছে। সেটা অনুসরণের পক্ষে। তিনি আরও বলেন, আমরা চাই, নতুন করে সরকারিকরণ হওয়া কলেজগুলোর শিক্ষকদের কী মর্যাদা দেয়া হবে— তা এখনই চূড়ান্ত করা হোক। বিধিমালা না করে ইতিমধ্যে ৪৫টি কলেজ জাতীয়করণ ও শিক্ষকদের চাকরি সরকারি হয়েছে। যদি ওই শিক্ষকদের আত্তীকরণ নিয়ে সুস্পষ্ট বিধিমালা না করে আর একটি কলেজও জাতীয়করণ করা হয়, তাহলে পরদিন থেকে লাগাতার কর্মবিরতি শুরু করা হবে।

এই শিক্ষক নেতা আরও বলেন, প্রধানমন্ত্রীর অনুশাসন এবং জাতীয় শিক্ষানীতির আলোকে নির্দেশনা, সরকারি চাকরিতে নিয়োগে ১৯৮১ সালের বিধিবিধান এবং ক্যাডার কম্পোজিশন রুলস ১৯৮০ অনুসরণ করে জাতীয়করণ শিক্ষকদের জন্য বিধিমালা তৈরি করতে হবে। এজন্য আমরা সরকারকে একমাস সময় দিতে চাই। এজন্য ডিসেম্বরে সাংবাদিক-বুদ্ধিজীবীদের সঙ্গে মতবিনিময় করা হবে। এর মধ্যে সরকার বিধিমালা তৈরির কোনো উদ্যোগ না নিলে আগামী ৬, ৭ ও ৮ জানুয়ারি আবারও কর্মবিরতি পালন করা হবে।